"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের মতো বাচ্চাদের নিজের সমান অশরীরী বানাতে, তোমরা যখন অশরীরী হতে পারবে তখনই বাবার সঙ্গে যেতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - যারা নিরন্তর যোগী হয়, তারা বাবার কোন্ নির্দেশে চলে ?

*উত্তরঃ - বাবার প্রথম নির্দেশ হলো -- বাচ্চারা, তোমাদের এই দেহকে ভুলতে হবে । এই দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো, তাহলে নিরন্তর বাবা স্মরণে থাকবেন । সর্বদা একটি পাঠই দৃঢ় করো যে, আমি আত্মা নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা, এতে তোমাদের দেহ - অহংকার সমাপ্ত হয়ে যাবে । বুদ্ধিতে যদি কোনো দেহধারীর স্মরণ না আসে, তাহলেই নিরন্তর যোগী হতে পারো ।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । একথা কে বলেছে ? আত্মা বলেছে - ওম্ অর্থাৎ আমি শান্ত স্বরূপ । এ সবই হলো বোঝার মতো কথা । প্রথমে তো নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো । আমি আত্মা এক নম্বর । পরে আমি এই শরীর পাই । আমি আত্মা কার সন্তান ? সেই শান্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার । তিনি সদাই শান্ত । আমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি । আমি দেহ ধারণ করে ভূমিকা পালন করি । শিববাবা তো বিচিত্র । ওই আত্মার নিজের কোনো চিত্র (শরীর) নেই । তোমাদের তো নিজের চিত্র (শরীর) আছে । তোমরা কথা বলতে থাকো । বাবা বলেন, আমি সদাই বিচিত্র, কিন্তু ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম চিত্রবান । আমি হলাম বিচিত্র । তোমরা আত্মারাও আমার সঙ্গে নির্বাণধামে থাকো । বাবা, যিনি বিচিত্র, তিনিই বসে শোনান । তোমরা আত্মারা শোনো । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, কারণ এ হলো দুঃখধাম । মানুষ তো বলেই যে, আমরা পতিত, কিন্তু আমাদের এমন পতিত কে বানিয়েছে ? বাবা তো বানাননি ? তোমরা তো বাবার মহিমা করো - তুমি মাতা - পিতা... তোমার থেকে যে গভীর সুখ পেয়েছিলাম, তা সকল ভারতবাসীই স্মরণ করে । এ তো ভ্রাতৃত্ববোধ । এরপর যখন জাগতিক বা দেহের হয়, তখনই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা হয় । আত্মা তো হলোই অবিনাশী কিন্তু ফাদারহুড তো বলা হবে না । সন্ন্যাসীরা তো বলেন -- 'শিবোহম' (আমিই শিব), ততত্বম, ঈশ্বর সর্বব্যাপী -- তাহলে তো সবাই বাবা হয়ে যেত । এ তো অনিয়ম হয়ে যাবে । বাচ্চারা মুক্তি অথবা জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য ডাকতে থাকে । তাই তোমরা যখন এখানে আসো তখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, আমরা হলাম আত্মা । এমন নয় যে, আমরা পরমাত্মা, তা নয় । আমরা হলাম আত্মা, আমরা সবাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মাণী । তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মার সন্তান আর শিব বাবার পৌত্র । সবাই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । তারা 'ও গড ফাদার' বলে থাকে, তারপর সর্বব্যাপী বললে উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত করবে ? ভক্তিমার্গে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে । ভগবান হলেন এক, আর তোমরা সকলেই ভক্ত । সজনী অনেক, আর সাজন হলেন একজন । তিনি হলেন বাবা, আর বাকি সবাই বাচ্চা, তাই তোমরা আর কাউকেই স্মরণ ক'রো না । বাবার আদেশ হলো -- বাচ্চারা, তোমরা এই দেহকেও স্মরণ ক'রো না । নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মাই বলে -- আমি দুঃখী, ভ্রষ্টাচারী । এখানে তো দৈবী রাজ্য নেই । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, যথা রাজা - রানী, তথা প্রজা সবাই সুখী ছিলো । ওখানে কোনো অকাল মৃত্যু হতো না । ওখানে খুব অল্পসংখ্যক মনুষ্য ছিলো । এই ভারতবাসীরা সবাই ভুলে গেছে যে, আমাদের ভারতই প্রথমে স্বর্গ ছিলো । মানুষ বলেও থাকে - হেভেনলী গড ফাদার । হেভেন বা স্বর্গ কখনোই মূলবতনকে বলা হয় না । তোমরা এই কথা স্মরণে রেখো যে, আমি আত্মা নিরাকারী দুনিয়ার অধিবাসী, তোমাদের যেন আর কোনো দেহধারীর স্মরণ না আসে । তোমাদের দেহ - অহংকার ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই যে কুম্ভ মেলার কথা বলা হয়, এ সুন্দর এই সঙ্গমযুগের কোনো মেলা নয় । সঙ্গম বলা হয় কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদিকে । কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া । এখানে একজনও পবিত্র কেউ নেই । যদিও মহাত্মারা আছে, কিন্তু পাবন তো কেউই নেই । সবাই বলে - এ হলো পতিত দুনিয়া । তারা কুম্ভ মেলাতে যায় পবিত্র হওয়ার জন্য । তারা গঙ্গাতে স্নান করে পবিত্র হওয়ার জন্য, তাহলে তারা অবশ্যই পতিত । সাধু - সন্ত সবাই পবিত্র হতে যায় সেখানে । বাবা বলেন - আমি তখনই আসি, যখন ভ্রষ্টাচার অনেক বৃদ্ধি পায় । মানুষ অনেক দুঃখী হয়ে যায় । আমি এসে এদের সকলকে উদ্ধার করি । আমি অহল্যা, গণিকা, সাধুদের, গুরুদের উদ্ধার করতে আসি, কেননা তারা তো পাবন আত্মা নয় । পতিত দুনিয়াতে কেউই পবিত্র থাকে না আবার পাবন দুনিয়াতেও কোনো পতিত থাকে না । ল'ই নেই । সাধুরা নিজেদের মহান আত্মা কোথায়, তারা তো নিজেদের পরমাত্মা মনে করে, তারা 'শিবোহম' (আমিই শিব) বলে থাকে

। প্রাচীন মহাত্মা আদিরা তো বলে থাকেন - পরমাত্মা অন্তহীন । তিনি রচয়িতা, আর তাঁর রচনা অনন্ত । তাহলে নির্বাণধামে কীভাবে নিয়ে যাবেন । ওদের তো জানাই নেই যে ভারত-ই জীবনমুক্ত ছিল। ঐ সময় আর কোনো ধর্ম ছিল না। শুধুমাত্র সূর্যবংশীয় আর চন্দ্রবংশীয় ছিল। তারপর সূর্যবংশীয়রা চন্দ্রবংশীয় হলো। পুনর্জন্মে তো আসতে হয়, তাই না! ৮৪ বার পুনর্জন্ম নিয়ে থাকে। ৮৪ লক্ষ নয়, এটাই হল বড় মিথ্যা। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত, সুতরাং ৮৪ জন্ম তো নিতেই হবে। বাবা বসে বোঝান এখন আর কাউকে স্মরণ করবে না। আমরা আত্মারা পরম প্রিয় পরমাত্মার সন্তান। এমন নয় যে সব পরমাত্মার রূপ। এটা তো অসম্ভব। এটাই মস্ত ভুল। বাবা একজনই বাকি সবাই তাঁর সন্তান। আত্মারা সবাই হল ভাই-ভাই। যখন শরীরে আসবে তখনই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলবে, তাইনা। সর্বপ্রথম হলো ব্রাহ্মণ। ভারতে বিরাট রূপও দেখানো হয়। ব্রাহ্মণ হচ্ছে সবার উপরে, ভগবানের সর্বোচ্চ সন্তান। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ। শিববাবার নাতি, নাতনি, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। সব আত্মারাই শিববাবার সন্তান। তোমরা উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকে নিচ্ছো। শিববাবা সবার ঝুলি ভরপুর করে দেন। আর শূন্য (খালি) করে দেয় মায়া। গানও গায় - হে পতিত-পাবন সীতারাম। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে ত্রেতার রাম সীতা ঢুকে আছে। তোমরা বাচ্চারা জানো সত্যযুগ ত্রেতা হচ্ছে সুখধাম। সেখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। পতিত-পাবন বাবা সবারই একজন। এখানে তো হনুমান মন্দিরে গিয়েও বলে তুমিই মাতা-পিতা....এটা কীভাবে হতে পারে! সবার সদ্গতি দাতা পতিত-পাবন একজনই। তিনিই জ্ঞানের সাগর। সাগর থেকে যে নদীগুলো নির্গত হয় সেখানে তো জল থাকে। জল তো পতিত-পাবন হতে পারে না। কোনো খন্ডেই এমনটা বলা হয় না যে জলে স্নান করলে পবিত্র হয়ে মুক্তি পাওয়া যায়। এটা তো হতেই পারে না। এক হচ্ছে মুক্তি, দ্বিতীয় জীবনমুক্তি। সদ্গতি অথবা জীবনমুক্তি দাতা একজনই। এটা হচ্ছে পতিত দুনিয়া। ভারতবাসীরা জানে ৫ হাজার বছর আগে ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন আর কোনো খন্ড ছিল না। ৫ হাজার বছরের কথা তোমরা ভুলে গেছ। পরে অন্যান্য আরও খন্ড তৈরি হয়। এখন এতো বৃদ্ধি হয়ে গেছে। দেখো বাচ্চারা, এটা সবসময় মনে রেখো- যখন যেটা শুনছ এটা ভেবো না যে, ব্রহ্মা বলছেন। শিববাবা যিনি সবকিছুর রচয়িতা তিনিই বসে রচনার রহস্যকে বুঝিয়ে বলছেন। ঋষি মুনিরা সবাই বলে থাকে যে পরমাত্মা অনন্ত। আমরা এর কিছুই জানি না। আস্তিক তো তোমরা ব্রাহ্মণরা যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে বাবা আমাদের নিজের আর রচনার নলেজ দিয়ে থাকেন। ত্রিকালদর্শী করে তোলেন। ঋষি মুনিরা কেউ-ই ত্রিকালদর্শী নয়। বাবা বলেন দেবী-দেবতারাও ত্রিকালদর্শী নয়। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই ত্রিকালদর্শী হয়। এটা ব্রাহ্মণদের চটি(শীর্ষস্থানীয়)। ব্রাহ্মণদের দ্বারাই নতুন রচনা হয়। তোমরা হলে সবচাইতে উত্তম। তোমরাই বাবার শ্রীমত অনুসারে ভারতকে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ করে তুলছ। শ্রীমত হচ্ছে ভগবানের, কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণ পতিত-পাবন নয়। পতিত-পাবন একজনই। তিনিই সবার পিতা। সবসময় মনে রাখবে- আমরা আত্মারা এই অরগ্যান্স দ্বারা শুনি। আত্ম-অভিমানী ভব। আমি আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করে থাকি, তবেই গায়ন আছে- জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু দিয়েছেন... পতিত-পাবন সদ্গতি দাতা তিনিই। বাবা বাচ্চাদের রচনা করে টিচার হয়ে শিক্ষা দেন তারপর গুরু হয়ে সদ্গতি দেন। সদ্গতি দিতে পারেন একমাত্র সদ্গতি দাতা বাবা। বাচ্চারা তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য বা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন করছ। এই পতিত মনুষ্য সৃষ্টি শেষ হয়ে দৈবী দুনিয়া হতে চলেছে। যদিও এখনও দেবতাদের পূজা করছে, কিন্তু এটা জানে না যে নিশ্চয়ই আমরা দেবী-দেবতা ধর্মের, যাদের পূজা করা হয় সেটাই তো তার ধর্ম বলা হবে তাইনা। ভারতবাসীদের তো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, স্বর্গ ছিল। এখন বলছে - মানুষ ৮৪ লক্ষ জন্ম নিয়ে থাকে। সবাই কি নেয় ? এতো লক্ষ জন্মের জন্য তো আরও বড়ো কল্পের প্রয়োজন। এটাও ড্রামার অনুসারে খেলা তৈরী হয়েই আছে। যা অতীত হয়ে গেছে সেটাও ড্রামা। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন সম্পর্কেও তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমরা হচ্ছো স্ব-দর্শন চক্রধারী। ওরা বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী বলে থাকে। বাবা বোঝান- বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বদর্শন চক্রধারী নয়। স্বদর্শন চক্রধারী হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা। কত পার্থক্য। ওরা এটাও বলে থাকে কৃষ্ণের স্বদর্শন চক্র ছিল। লড়াইয়ের ময়দানে চক্র ঘুরিয়েছিল, তারপর কৌরবরা মারা যায়। কিন্তু দেবতারা কি কখনও হিংসার পথে যায় ? ওরা তো ডবল অহিংসক। না ওদের মধ্যে বিকার থাকে, না ওরা লড়াই করে। সবচেয়ে বড় হিংসা একে অপরকে বিষ পান করানো, কাম বাসনা চরিতার্থ করা। বাবা বলেন এর জন্যই আদি মধ্য অন্ত দুঃখ ভোগ করে এসেছ। সত্যযুগে কাম বাসনা থাকে না। নির্বিকারী রাজ্য ছিল। সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিল। কোনো হিংসা ছিল না। এই সময় সব রাবণ রাজ্য। সর্বত্র ৫ বিকারে পরিপূর্ণ। আর ওরা বলে থাকে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। সায়েন্সের দ্বারা বিমান ইত্যাদি যা কিছু তৈরী হয়েছে, ১০০ বছরের মধ্যেই হয়েছে -- কেন তৈরি হয়েছে ? এখন ট্রায়াল চলছে। এই সবকিছুই ভবিষ্যতে কাজে আসবে। এর দ্বারাই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। তখন এইসব সুখের কাজে আসবে। এখানে তো সুখও আছে, তো দুঃখও আছে। একে মায়ার আড়ম্বর বলা হয়। বিনাশ হবে সেটা তো ভালোই তাই না ? মানুষ বলেও থাকে পতিত পাবন এসো - এসে কী করব ? বাবা আবার স্বর্গের স্থাপনা করো তো আমরা সুখ পাই। বাবা বোঝান, হে বাচ্চারা এই খেলা পূর্ব নির্মিত। বাবা সুখধাম রচনা করেন - রাবণ পুনরায় দুঃখধাম বানিয়ে দেয়। শান্তিধামের থেকে

আত্মারা সবার প্রথমে আসে সুখধামে। পবিত্র আত্মারাই আসে। এই সময় সবাই হল পতিত, তবেই তো স্মরণ করে যে এসো। বাবাও ড্রামার বন্ধনে রয়েছেন । বাবা বলেন যখন সবাই দুঃখী হয়ে যায় তখনই আমাকে আসতে হয়। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির হল এই সঙ্গমযুগ। তারা সঙ্গমে কুম্ভের মেলার আয়োজন করে। সেটা হল জলের সাগর আর নদী গুলির মিলন মেলা। তোমরা বলবে, এ হল পরমপিতা পরমাত্মা আর আমরা আত্মাদের মেলা। বাবার তো নিজের শরীর নেই। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমাকে নলেজ দেওয়ার জন্য তন অবশ্যই প্রয়োজন। নাহলে আমি কথা কীভাবে বলবো ? সেইজন্য আমি এনাকে অ্যাডপ্ট করি। তোমরা এখন ঈশ্বরের সম্মুখে এসেছো - বাবার দ্বারা জানতে পারো যে, আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান । এখন পরমপিতা পরমাত্মা জিজ্ঞাসা করেন, আমি আসবো কীভাবে ? কার মধ্যে প্রবেশ করবো ? নিশ্চয়ই আমাকে পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয়। এরা সবাই হল অসুন্দর (কালো) । বাবা বলেন, তোমরা সবাই সুন্দর (গৌর বর্ণের) ছিলে। এখন হলে কালো। তোমাদের প্রত্যেকের নাম হল - শ্যাম সুন্দর। এখন শ্যাম হয়েছো। কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যাম সুন্দর। অবশ্যই পূর্বে ভারত সুন্দর ছিল। গোল্ডেন এজ ছিল। ফার্স্ট ক্লাস প্রকৃতি ছিল। সেখানে কানা খোড়া কেউ হয় না। কৃষ্ণ হল নম্বর ওয়ান শ্যাম সুন্দর। শিব বাবা এনারই (ব্রহ্মার) তনের আধার নিয়ে এনাকে এবং তার সাথে সাথে বাচ্চারা তোমাদেরকে শ্যাম থেকে সুন্দর বানিয়ে থাকি। আচ্ছা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম চোটি অর্থাৎ শীর্ষ স্থানীয়, সব থেকে উত্তম, এই নেশাতে থেকে শ্রীমতের আধারে ভারতকে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ বানানোর সেবা করে থাকো। আস্তিক হতে হবে এবং বানাতে হবে।

২) দেহ-অহংকারকে ত্যাগ করে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। বিচিত্র (অশরীরী) হওয়ার সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা প্রতিটি শক্তি বা গুণের অনুভবকারী অনুভাবী মূর্তি ভব

সবথেকে বড় অথরিটি হল অনুভবের। যেই রকম তোমরা ভাবো আর বলে থাকো যে, আত্মা হল শান্ত স্বরূপ, সুখ স্বরূপ - সেই রকমই এক একটা গুণ বা শক্তির অনুভব করো আর সেই অনুভূতিতে ডুবে যাও, হারিয়ে যাও। যখন বলছো শান্ত স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপের নিজের এবং অন্যদেরও শান্তির অনুভূতি হবে। শক্তি গুলির বর্ণনা করে থাকো তোমরা, কিন্তু শক্তি বা গুণ যেন সময় মতো অনুভবে আসে। অনুভাবী মূর্তি হওয়াই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের লক্ষণ । অতএব অনুভব গুলিকে বাড়াও।

স্লোগানঃ- সম্পন্নতার অনুভূতির দ্বারা সন্তুষ্ট আত্মা হও, তখন অপ্রাপ্তির নামটুকুও থাকবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;